সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গত শুক্রবার ১৭ই এপ্রিল ২০০৯ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অস্ট্রেলিয়া শাখা ইন্টারন্যশনাল ফোরাম ফর ট্রায়াল ওফ ওয়ার ক্রিমিন্যালস ওফ বাংলাদেশ (ফোরাম), আয়োজন করেছিল একটি উন্মুক্ত সেমিনারের। সেমিনারের বিষয় ছিল 'বি,ডি,আর এর পিলখানা সদর দপ্তরে সংগঠিত সাম্প্রতিক হত্যাকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ।'

সিডনীর উপকণ্ঠে সেন্ট জর্জ মাইগ্রেন্ট রিসোর্স সেন্টার রকডেল দপ্তরে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে বি,ডি,আর হত্যাকান্ডে নিহত সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের সন্মানে এক মিনিট নিরবতা পালনের পর মূল বিষয়ের ওপর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ২০ মিনিটের একটি তথ্য নির্ভর উপস্থাপনা করেন। তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত সংবাদ মাধ্যম থেকে। এই উপস্থাপনায় যে দুটি বিষয় বেশ গুরুত্বের সাথে বিধৃত হয়েছে তা হলঃ

(১) একটি ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম অনুযায়ী এই হত্যাকান্ডের চুড়ান্ত উদ্দেশ্য নির্বাচিত গণতান্ত্রিক মহাজোট সরকার প্রধানকে হত্যা এবং সরকারকে উৎখাত করা কারণ এই সরকার নির্বাচন অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ১৯৭২ এর সংবিধান পুনরুদ্ধার করার পদক্ষেপ নিয়েছে যা বাংলাদেশ কে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিচিতি এবং প্রতিষ্ঠা দিতে পারে। জানা গেছে একাত্তরের প্রথম সারির যুদ্ধাপরাধী সা,কা চৌধুরীর আর্থিক আনুকুল্যে এই হত্যাকান্ডের মূল হোতা ছিল আই, এস, আই, এবং সক্রিয় সহযোগীতায় ছিল জে, এম, জে, বি এবং হুজি। এরা বি,ডি,আর সদস্যদের চাপা অসন্তোষকে সুচারুভাবে ব্যবহার করেছে।

(২) দেশকে গৃহ যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়ে মহাজোট সরকারকে অযোগ্য প্রমানিত করার জন্য এবং উগ্র ডানপন্থি শক্তির ক্ষমতায় আসীনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে দুটো সশস্ত্র বাহিনিকে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত করা।

এর পর মুক্ত আলচনায় অংশ নেন মুক্তিযোদ্ধা হারুনুর রশীদ আজাদ; কলামিস্ট অজয় দাশগুপ্ত; শিক্ষাবিদ ডঃ আবুল হাসানাত মিলটন; বাংলাদেশ এসোশিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা নজরুল ইসলাম; বঙ্গবন্ধু সোসাইটির সহসভাপতি ওসমান গনি, সহসভাপতি ডঃ লাভলী রহমান, প্রাক্তন সভাপতি ডঃ নূরুর রহমান খোকন; জনাব মাহবুব এবং বেতার সংবাদ পাঠিকা এবং সমাজকর্মী শামীম ইসলাম। সিডনীর বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠনের কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র সহ বিভিন্ন গন্যমান্য ব্যক্তি এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সহ চলচ্চিত্র নির্মাতা গোলাম মোস্তফা, বঙ্গবন্ধু সোসাইটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও পরিবেশ বিজ্ঞানী ডঃ রোনালড পাত্র, বাংলা-সিডনী ডট কম এর ওয়েবমাস্টার আনিসুর রহমান এবং বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী ও মনোবিজ্ঞানী জন মার্টিন এই সেমিনারে অংশগ্রহন করেন।

আলোচনা পর সর্বসম্মতিক্রমে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা হলঃ

(১) বি,ডি,আর হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিচার ওঅবিলম্বে বিশেষ ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠা করে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য বাংলাদেশ মহাজোট সরকারের প্রতি চাপ অব্যাহত রাখা, এবং

(২) একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের এবং তাদের উত্তরসুরীদের সীমাহীন মানবতা বিরোধী অপরাধমূলক কার্য্যকলাপ যেভাবে বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক এবং একটি ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃস্টি করছে তা প্রতিহত করার জন্য জনমত সৃষ্টি করা।

আলোচনা অনুষ্ঠানের পর মানবাধিকার কর্মী শহিরিয়ার কবিরের প্রামান্যচিত্র 'যুদ্ধাপরাধ ৭১' প্রদর্শিত হয়।

এখানে প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই জনমত সৃষ্টির প্রচেস্টায় ফোরাম সিডনী এবং সিডনীর বাইরের প্রগতিশীল এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের প্রতিটি ব্যক্তি এবং সংগঠন থেকে সহযোগীতা পেয়ে আসছে। এই মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি একাত্তরের ঘাতক দালালদের বিচারের আন্দোলনে সহায়ক শক্তি। এই আন্দোলন, যা শুরু হয়েছে ১৯৯২ সালে, তা বেগবান হয়েছে সবার সহায়তার কারণে। কিন্তু সম্প্রতি কোন কোন সংগঠনের কর্মকর্তাদের এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে অনীহা দেখে ফোরাম বিস্মিত হয়েছে।

জনমত গঠনের লক্ষ্যে সিডনীস্থ বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত অলিম্পিক পার্কের বৈশখী মেলায় ঘাতক দালালদের বিচারের দাবী এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের রায় কার্য্যকরী করার দাবি সম্পর্কিত বানী পোস্টারের মাধ্যমে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্য গত ১৬ই এপ্রিল ০৯ বৃহস্পতিবার ফোরামের সভাপতি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতির নিকট অনুরোধ জানান। কিন্তু বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি এই প্রচেষ্টাকে 'রাজনৈতিক' আখ্যা দিয়ে ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিদের সম্ভাব্য বিরুপ প্রতিক্রিয়ার অজুহাতে সে অনুরোধ সরাসরি নাকচ করে দেন।

ফোরাম মনে করে সিডনীর বঙ্গবন্ধু পরিষদ একটি অন্যতম সহায়ক শক্তি। আর তাই বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি কর্তৃক এহেন আচরনে ফোরাম শুধু বিস্মিতই নয়, গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
২২ শে এপ্রিল ২০০৯
আই, এফ,টি,ডবলিউ, সি,বি
একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির
অস্ট্রেলিয়া শাখা